প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং

প্রথম নর্থ সাউথ দ্বিতীয় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ২৬ মে, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

Share

অ- অ অ+

ঢাকা ট্রিবিউন-বাংলা ট্রিবিউন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং-২০১৯ শীর্ষস্থান পেয়েছে নর্থ সাউথ। এরপরই আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির নাম। আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। গতকাল শনিবার ঢাকা ট্রিবিউন ও বাংলা ট্রিবিউনের উদ্যোগে করা এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড।

২০১৭ সালেও ঢাকা ট্রিবিউন ও বাংলা ট্রিবিউন র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছিল। তখন প্রথম হয়েছিল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও দ্বিতীয় হয়েছিল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।

এবারের র‍্যাংকিংয়ে চতুর্থ হয়েছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। পঞ্চম হয়েছে আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ষষ্ঠ স্থানে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, সপ্তম স্থানে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অষ্টম স্থানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নবম স্থানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এবং দশম হয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।

এ ছাড়া ১১ থেকে ২০তম হয়েছে যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি-চট্টগ্রাম, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১০১টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো এই ইউনিভার্সিটিগুলোকে একটি র‍্যাংকিংয়ের আওতায় আনা। ৬৫টি ইউনিভার্সিটিকে এই গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়নি। এর মধ্যে ৪১টি ইউনিভার্সিটিতে এখনো কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি, ১২টি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়ায় ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, আটটি ইউনিভার্সিটিতে এখনো শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি, তিনটি ইউনিভার্সিটি বিশেষায়িত ইউনিভার্সিটি হিসেবে পরিচিত এবং একটিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা এক হাজারের নিচে থাকায় এসব ইউনিভার্সিটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৩৬টির মধ্যে র‍্যাংকিংয়ের গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

বস্তুগত ও ধারণাগত (ফ্যাকচুয়াল ও পারসেপচুয়াল) স্কোরের সমন্বয়ে চূড়ান্ত র‍্যাংকিং করা হয়। বস্তুগত স্কোর নির্ণয় করা হয়েছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা এবং গবেষণায় খরচ ইত্যাদির ভিত্তিতে। আর ধারণাগত স্কোরগুলো নেওয়া হয়েছে একাডেমিক (ডিন, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক, রেজিস্ট্রার) ও চাকরিদাতাদের কাছ থেকে। তারা বিভিন্ন সূচকে নিজেদের স্কোর দিয়েছে।